অছিতন্ত্র (Trusteeship)

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার অছিবাদের ধারণা। গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তায় অছিবাদ বলতে স্বরাজ বা গ্রাম স্বরাজ অর্জনের এক বিশেষ উপায়কে বোঝায়। হিন্দ স্বরাজ বা সর্বোদয় অর্জন করার মূল কথা হল ত্যাগের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদের ধারণায় এই ত্যাগের আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজির রাজনীতিক দর্শন ও কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধনের জন্য মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন সাধন। এবং এই কারণেই গান্ধীজি অছি-ব্যবস্থার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর অছিবাদী ধারণার প্রেরণা হল ভারতের সনাতন ধর্ম। এ দেশের সনাতম ধর্ম-দর্শনে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অনুপস্থিত। মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদী ধ্যান-ধারণার উৎস হিসাবে ঈশোপনিষদের কথা বলা হয়। এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই অছিবাদী চিন্তা-ভাবনার কথা আছে। ঈশোপনিষদের এই শ্লোকে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকে তার অর্জিত যাবতীয় জাগতিক সম্পদ-সামগ্রী পরমেশ্বরে নিবেদন করে সকলের সঙ্গে সমভাবে সমাজের সকলের কল্যাণে ভোগ করবে। তা ছাড়া অপরের প্রাপ্য সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের আদর্শ এবং অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ না করার নীতি গান্ধীজির মধ্যে যুবা বয়সেই দৃঢ়মূল হয়ে যায়।

অছিবাদী ধারণার উৎস

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি সামাজিক ধন-সম্পদকে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখায় বিরোধিতা করেছেন। সামাজিক ধন-সম্পদকে তিনি অছির অধীনে রাখার সুপারিশ করেছেন। সমাজে আয় ও সম্পদের

সম্পদের সামাজিক মালিকানা

বণ্টনের বৈষম্য দূর করা দরকার। এবং তার জন্য জরুরী হল ধন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা। অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ও সফল হতে পারে। ধন-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানায় পরিণত করা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে সামাজিক সম্পদসমূহ সকলের ভোগের জন্য। সুতরাং সকলের ভোগের জন্য সমাজের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার। সমাজের সকল সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক ভেদাভেদ, সন্দেহ-শত্রুতা ও শোষণমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। এই ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবোধ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে গ্রাস করবে। অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা ও ব্যবসায়ীরা অনৈতিক পথে অর্থোপার্জন থেকে বিরত হবে। তারা সৎপথে সহজ-সরল জীবন যাপন করবে। যতটুকু অর্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আবশ্যক ততটুকই তারা অর্জন ও ভোগ করবে। এইভাবে সম্পদ-সম্পত্তির অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভবনের আগ্রহের অবসান ঘটবে। তার ফলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভেদাভেদ, শোষণ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হবে। সম্পদ-সম্পত্তি সংগ্রহের ও পুঞ্জীভবনের উদগ্র উন্মাদনা যদি থাকে তা হলে সমাজের সকলকে ভালবাসা যায় না। সম্পদ সংগ্রহের মাত্রাতিরিক্ত বাসনাকে বিসর্জন দিতে হবে, তবেই সমাজের সকলকে ভালবাসা সম্ভব হবে। এই কারণে গান্ধীজি অছিব্যবস্থা প্রবর্তনে পক্ষপাতী ছিলেন। অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ধন-সম্পত্তির পুঞ্জীভবনের প্রবণতাকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। মানুষের মনকে অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণমূলক প্রবৃত্তির পথ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে। মানব প্রকৃতির মৌলিক সংস্কার সাধন সম্ভব। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

অছি-ব্যবস্থার সাহায্যে মানব প্রকৃতির সংস্কার সাধন

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রদর্শন সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অনুগামী নয়। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় মতবাদেরই বিরোধী হল গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা। আবার মহাত্মার রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে এই দুই বিপরীত মেরুর মতাদর্শের সমাহারও বলা যায় না। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাজগতে। এবং এই দুই মতবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সকলে সচেতন। গান্ধীজি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে অপসারিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছিলেন। মানবসমাজকে অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের অনৈতিক কুফল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে গান্ধীজির উদ্যোগ-আয়োজন ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি অছিবাদী মতাদর্শের কথা বলেছেন। অছিব্যবস্থা হল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বাইরে এক তৃতীয় রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী

অছি-ব্যবস্থা অনুসারে বলা হয় যে, সম্পদ-সম্পত্তি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। তবে সম্পত্তির মালিক-ব্যক্তি নিজেকে সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করবে, মালিক হিসাবে মনে করবে না। এ হল ঈশোপনিষদের অপরিগ্রহের আদর্শ। অপরিগ্রহের আদর্শের উপর অছিবাদ প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ হল অপরিগ্রহ। গান্ধীজি অপরিগ্রহ ও সমভাব এই দুটি আদর্শের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে অপরিগ্রহ ও সমভাবের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা নিহিত আছে। গান্ধীজির এই ধারণার উৎস হল গীতা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর *The Story of my Experiments with Truth* শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "I understand the Gita-teaching of non-possession to mean that those who desired salvations should act like a trustee who, though having control over great possessions, regards not an iota of them as his own." এই ধারণা অনুসারে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন,

অছি-ব্যবস্থার ধারণা

কেবলমাত্র ততটুকুর উপরই আমাদের অধিকার আছে। তার অতিরিক্ত আশা করা ও সংগ্রহ করা চৌর্যবৃত্তির সামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অছি-ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত হওয়া আবশ্যক। (ক) অছি ব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার অছি-ব্যবস্থায় অস্বীকৃত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্দেশ্য হবে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। (খ) অছি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সম্পত্তি-সম্পদকে সমাজের যৌথ মালিকানায় নিয়ে আসা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা। বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান এবং সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করাই হল লক্ষ্য। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত করাই হল অছিবাদের মূল লক্ষ্য। (গ) অছি ব্যবস্থায় মুনাফার পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (ঘ) সকলের ন্যায়সঙ্গত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয় অছি-ব্যবস্থায় নির্ধারিত হবে। (ঙ) অছি-ব্যবস্থায় আইন থাকতে পারে, কিন্তু আইনের প্রাধান্য থাকবে না। (চ) সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অছি-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

অছি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অছি-ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে প্রতিপন্ন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় ও পুঞ্জিভূত ধন-সম্পত্তির ক্ষেত্রেই অছি-ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপন্ন হয়।

(২) অছিবাদ অনুযায়ী অতিরিক্ত সম্পদ-সম্পত্তি অছি-ব্যবস্থার আওয়ায় থাকবে ও পরিচালিত হবে।

(৪) মহাত্মা গান্ধী আধুনিককালের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সমাজের চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে অছি বা উত্তরাধিকার নির্ধারিত হবে।

(৫) অছিবাদে সম্পত্তির জাতীয়করণ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনকে স্বীকার বা সমর্থন করা হয় নি। অছিবাদে সম্পত্তির মালিকের মানসিকতা ও প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তি যাদের আছে, তারা নিজেদের সম্পত্তির সর্বময় কর্তা বা মালিক হিসাবে মনে করবে না। নিজেদের তারা সম্পত্তির ট্রাস্টী, অর্থাৎ অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে মনে করবে। সম্পত্তি হল সামাজিক সম্পত্তি। সমাজের সকলের কল্যাণে সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে।

(৬) অছিবাদে অধিকারের সমতার কথা বলা হয়েছে। পারিতোষিকের সমতার কথা বলা হয় নি। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অধিকতর পরিমাণে সম্পত্তি রাখতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি-মানুষের অধিকতর গুণগত যোগ্যতাকে অবদমিত করতে চান নি। বরং সমাজের সকলের কল্যাণে তিনি ব্যক্তি-মানুষের যোগ্যতার বা ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন।

(৭) অছিবাদ অনুযায়ী অছি-ব্যবস্থার অধীন সম্পত্তির অপব্যবহার রোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশেষ এক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অছিবাদী ধ্যান-ধারণার অবতারণা করেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সম্ভাব্য মৌলিক অধিকারের ধারণা থেকেই অছি-ব্যবস্থা ও সম্পত্তি সম্পর্কিত গান্ধীজির ধ্যান-ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯৩১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে গান্ধীজি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়। বলা হয় যে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ এই সমস্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার কতকগুলি অপরিহার্য অধিকারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই অধিকারগুলি হল ঃ (ক) প্রত্যেক মানুষের সুষম খাদ্যের অধিকার থাকবে ; (খ) সুন্দর আবাসনের অধিকার থাকবে, (গ) সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অধিকার থাকবে এবং (ঘ) প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য থাকবে।

অছিবাদী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিত

গান্ধীজির মতানুসারে প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন ও অধিকার অপ্রয়োজনীয়। যাদের এই অতিরিক্ত সম্পত্তি আছে তারা জনসাধারণের অছি হিসাবে এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। জনসাধারণের অভাব-অনটনের নিরসনের জন্য এই অতিরিক্ত সম্পত্তি ব্যয়িত হবে। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। কোন ব্যক্তির সম্পদ-সম্পত্তি তার প্রাপ্য ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেই অতিরিক্ত সম্পত্তি অছি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়, ঈশ্বরের সন্তান সকলের জন্য সেই সম্পদ-সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদ বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। বিরুদ্ধবাদীরা অছিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এই সমস্ত সমালোচনা সূত্রে অছিবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

(১) অছিবাদী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী একজন কাল্পনিক সমাজবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হন। সম্পদ-সম্পত্তির জন্য মানুষের উদগ্র বাসনা কত তীব্র হতে পারে সে বিষয়ে গান্ধীজির সম্যক ধারণা ছিল না। সমালোচকদের মতানুসারে অছিবাদী ধ্যান-ধারণা গান্ধীজিকে সাঁ সিনোঁ, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদের পর্যায়ভুক্ত করেছে। গান্ধীজির অছিবাদ অতিমাত্রায় অবাস্তব।

অবাস্তব

(২) অছিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের সপক্ষে একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সমালোচকদের মতানুসারে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করার জন্য অছিবাদী আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য দায়ী হল অসম বণ্টন ব্যবস্থা। অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে অসম বণ্টন ব্যবস্থার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে সমর্থনও করা হয়েছে।

(৪) মার্কসবাদীদের মতানুসারে অছি-ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। কারণ গান্ধীজি উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের কথা বলেন নি। শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা থাকবে এবং তারা এই সম্পত্তির অছি হিসাবে সকলের স্বার্থে ভূমিকা পালন করবে, এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক।

অবৈজ্ঞানিক

(৫) মার্কসবাদীদের আরও অভিমত হল সমাজে শ্রেণী-ব্যবস্থা বা শ্রেণী-বৈষম্য অব্যাহত থাকাকালীন অবস্থায় শ্রেণী-সম্প্রীতি বা শ্রেণী-সমঝোতা সম্ভব নয়। কারণ আর্থনীতিক স্বার্থের বৈষম্যের ভিত্তিতে শ্রেণী-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন।

(৬) সমালোচকদের মতানুসারে অছিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদাকে অবহেলা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য. অন্য কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। এ হল মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন। অথচ মহাত্মা গান্ধীর অছি-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় সহায়-সম্বলহীনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদশালীদের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মর্যাদা বিরোধী

(৭) গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা গান্ধীজির অছিবাদী পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারেন না।

কারণ তাঁরা সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেন। আবার মার্কসবাদী দার্শনিকরাও অছি-ব্যবস্থাকে কাল্পনিক সমাজবাদ হিসাবে সমালোচনা করেন।

(৮) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও গান্ধীজির অছিবাদী ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনিও তাঁর 'আত্মজীবনী' (Autobiography)-তে অছি-ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অছি-ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "Is it reasonable to believe in the theory of trusteeship to give unchecked power and wealth to an individual and to expect him to use it entirely for the public good ? Are the best of us so perfect as to be entrusted in this way ? Even Plato's philosopher kings would hardly have borne this burden worthily. And is it good for other to have even their benevolent superman over them ?"

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ